"মিষ্টি বাচ্চারা - বারে বারে বাবা আর তাঁর অবিনাশী উত্তরাধিকারকে স্মরণ করো, বাবা হলেন আত্মিক সার্জেন, তোমাদের নিরোগ হওয়ার ওষুধ বলে দেন -- বাচ্চারা আমাকে স্মরণ করো"

*প্রশ্নঃ - নিজের সাথে নিজে কোন্ কথা বললে খুব আনন্দ হবে?

*উত্তরঃ - নিজের সাথে কথা বলো- এই চোখ দিয়ে যা কিছু দেখছো সব শেষ হয়ে যাবে । শুধুমাত্র আমি আর বাবাই থাকবো । মিষ্টি বাবা আমাকে স্বর্গের মালিক বানিয়ে দেন । এমন এমন সব কথা বলো। একান্তে চলে যাও, তাতে খুব আনন্দ হবে ।

ওম্ শান্তি । পরমপিতা শিব ভগবানুবাচ। মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চাদের সঙ্গম যুগ প্রতিটি পদক্ষেপে স্মরণে থাকা উচিত । এও তোমরা বাচ্চারাই জানো, নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে । বুদ্ধিতে স্মরণ থাকা চাই - আমরা এখন পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে পুরুষোত্তম হয়ে উঠছি । আর এই যে রাবণের শিকল তা থেকে বাবা আমাদের মুক্ত করতে এসেছেন । যেমন কোনও পাখিকে যদি খাঁচা থেকে বের করে দেওয়া হয়, তবে সে খুব খুশিতে উড়ে সুখ অনুভব করতে থাকে । তোমরা, বাচ্চারাও জানো যে এ হলো রাবণের খাঁচা । এখানে অনেক রকমের দুঃখ । এখন বাবা এসেছেন এই খাঁচা থেকে বের করার জন্য । মানুষই শাস্ত্রে লিখেছে দেবতা আর অসুরদের মধ্যে লড়াই হয়েছিল, তারপর দেবতারাই জয়ী হয় । প্রকৃতপক্ষে লড়াইয়ের কোনও প্রশ্নই নেই । তোমরা এখন অসুর থেকে দেবতা হয়ে উঠছো। আসুরি রাবণ অর্থাৎ ৫ বিকারের উপরে জয়লাভ করছো, রাবণ সম্প্রদায়ের উপরে নয়। ৫ বিকারকেই রাবণ বলা হয় । অন্য কাউকে পোড়ানোর ব্যাপার নেই । তোমরা বাচ্চারা খুব উৎফুল্ল হয়ে ওঠো যে, আমরা এখন এমন এক দুনিয়াতে যেতে চলেছি, যেখানে না আছে গরম, না আছে ঠান্ডা । সেখানে সবসময়ই বসন্ত ঋতু বিরাজ করে । সত্য যুগ - স্বর্গের বসন্ত ঋতু এখনই আসতে চলেছে। এখানে (লৌকিকে) বসন্ত ঋতু তো অল্প সময়ের জন্য আসে । ওখানে বসন্ত ঋতু তোমাদের জন্য অর্ধকল্পের জন্য আসবে । ওখানে গরম ইত্যাদি নেই । গরমে মানুষ কত কষ্ট পায়, মারাও যায় । এই সব দুঃখজনক পরিস্থিতি থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আমাদের অবিনাশী সার্জন খুব সহজ ওষুধ বলে দেন । এই জগতের সার্জেনদের (হদের) কাছে গেলে অনেক রকমের ওষুধ ইত্যাদির কথা মনে আসবে । এখানে এই সার্জেনের কাছে কোনও ওষুধ নেই । ওঁনাকে শুধু স্মরণ করলেই সব রোগ থেকে মুক্ত হওয়া যায় আর কোনো ওষুধ ইত্যাদি কিছুই নেই ।

বাচ্চারা বলে আজ সেমিনার করবো - কিভাবে চার্ট লেখা উচিত, বাবাকে কিভাবে স্মরণ করা উচিত এই বিষয়ের উপরেই সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে । বাবা তো কোনো রকম কষ্ট দেন না যে বসে বসে লেখো, কাগজ নষ্ট করো । প্রয়োজনই নেই । বাবা শুধু বলেন বুদ্ধি দিয়ে বাবাকে স্মরণ করো । অজ্ঞান কালে লৌকিক বাবাকে স্মরণ করার জন্য চার্ট তৈরি করা হয় কী ! এর মধ্যে (স্মরণের জন্য) লেখালেখির কোনও প্রয়োজন নেই । বাবাকে বাচ্চারা বলে-- বাবা, আমরা তোমাকে ভুলে যাই, কেউ শুনলে কি বলবে? তোমরাই তো বলে থাকো, বেঁচে থাকতেই আমরা বাবার হয়ে গেছি । কেন হয়েছো? বাবার কাছ থেকে বিশ্বের বাদশাহী পাওয়ার জন্য অবিনাশী উত্তরাধিকার গ্রহণ করতে । তারপরও এমন বাবাকে তোমরা কি করে ভুলে যাও? বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার গ্রহণ করতে হলে তাঁকে স্মরণ করতে হবে, দৈবীগুণও ধারণ করতে হবে । এর মধ্যে লেখার কি আছে? প্রত্যেকে নিজের অন্তর্মনকে প্রশ্ন করো। নারদের দৃষ্টান্ত আছে, নারদ নিজেই বলে থাকে যে সে অনেক বড় ভক্ত । তোমরাও জানো, জন্ম-জন্মান্তরের আমরা ছিলাম পুরানো ভক্ত । এমন মিষ্টি বাবাকে স্মরণ করে আমরা কতটা খুশি হয়ে উঠি। যে যত স্মরণ করবে সে-ই লক্ষ্মী-নারায়ণকে বরণ করার যোগ্যতা অর্জন করবে । কোনও গরিবের সন্তান বিত্তবানের কোলে দত্তক রূপে গেলে কত খুশি হয়ে ওঠে । বাবাকে আর তার সম্পত্তিকেই স্মরণ করতে থাকে । এখানে তো এমন অনেকেই আছে যাদের বেহদের বাবার বাচ্চা হয়েও রাজ্য ভাগ্য ভোগ করার মতো বুদ্ধিই নেই । আশ্চর্যজনক । যে বাবা স্বর্গের মালিক করে তোলেন, তাঁকেই স্মরণ করতে পারেনা । বাবা বাচ্চাদের দত্তক নিয়ে থাকেন, এমন বাবাকে স্মরণ না করা, এতো আশ্চর্যের ব্যাপার । বারে বারে বাবা আর তাঁর প্রপার্টি স্মরণে আসা উচিত ।

বাবা বলেন - মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চারা, তোমরা আমাকে ডেকেছো তোমাদের অ্যাডপ্ট করার জন্য । বাবাকে আহ্বান করা হয়, তাই না! বাবাই স্বর্গের স্থাপনা করেন, স্বর্গের অবিনাশী উত্তরাধিকার প্রদান করেন । তোমরাই ডেকে বলো -- বাবা, আমরা পতিত, আমাদের এসে তুমি কোলে তুলে নাও । নিজেরাই বলে থাকো আমরা পতিত, কাঙাল, ছিঃ ছিঃ,

কানাকড়ির মতো মূল্যহীন । অসীম জগতের বাবাকে তোমরা ভক্তি মার্গ থেকে ডাকো । (ভক্তি দ্বাপর থেকে শুরু)। এখন বাবা বলেন ভক্তি মার্গেও তোমরা এতো দুঃখে ছিলে না । এখন দেখো মানুষের কত দুঃখ । বাবা এসেছেন যখন, তবে নিশ্চয়ই এখন বিনাশের সময় । তোমরা জানো এই লড়াই-এর পর কত জন্ম, কত বছর আর লড়াইয়ের কোনও নামই থাকবে না, আর কখনোই লড়াই হবে না । না কোনও দুঃখ, রোগ ইত্যাদির নাম থাকবে । এখন তো কত রকমের অসুখ-বিসুখ ।

বাবা বলেন - মিষ্টি বাচ্চারা, আমি তোমাদের সব দুঃখ থেকে মুক্তি দেবো । তোমরা স্মরণ করে বলো -- হে ভগবান, তুমি এসে আমাদের দুঃখ হরণ করে সুখ, শান্তি প্রদান করো । এই দুটি জিনিস সবাই কামনা করে । এখানে হলো অশান্তি । শান্তির জন্য যে রায় (পরামর্শ) দিয়ে থাকে তাকে পুরস্কৃত করা হয় । বিচারক তো নিজেই জানেনা শান্তি কাকে বলে। শান্তি তো মিষ্টি বাবা ছাড়া আর কারও দ্বারাই প্রাপ্ত হবে না । তোমরা কত পরিশ্রম করো বোঝানোর জন্য, তারপরও বোঝে না । তোমরা গভর্নমেন্টকে লিখতে পারো -- শুধু শুধু টাকা পয়সার অপচয় কেন করছো? শান্তির সাগর একজনই বাবা, উনিই এসে বিশ্বে শান্তি স্থাপন করেন । গভর্নমেন্টের উচ্চ পদাধিকারীকে ভালো কাগজে সত্যতার সাথে চিঠি লেখা উচিত । কেউ ভালো কাগজ দেখে বোঝে যে নিশ্চয়ই এটা কোনও বড় (নামীদামি, প্রতিষ্ঠিত) মানুষের লেখা চিঠি । তাদের বলো, বিশ্বে শান্তির জন্য যা তোমরা বলছো, আগে কবে সেটা হয়েছে, যা পুনরায় ঐ ভাবেই ফিরে আসবে? নিশ্চয়ই কখনও পাওয়া গিয়েছিল । তোমাদের তা জানা আছে, তোমরা তিথি, তারিখ সব লিখতে পারো, বাবাই এসে বিশ্বে শান্তি স্থাপন করেছিলেন, সে সময় ছিল সত্য যুগ । এই লক্ষ্মী-নারায়ণ হলো রাজবংশের চিহ্ন । ব্রহ্মা আর তোমরা ব্রাহ্মণদের পার্ট কারও জানা নেই। প্রধান পার্ট তো ব্রহ্মার তাই না! তিনিই রথ, যে রথ অবলম্বন করে বাবা এত কার্য সম্পন্ন করেন । তার নামই হলো পদ্মগুণ ভাগ্যশালী রথ । ভাবনা চিন্তা করো - কিভাবে কাকে বোঝাবে? মানুষের তো কত রকম নেশা থাকে । এখন তোমাদের, সবাইকে বাবার পরিচয় দিতে হবে । জ্ঞান তো আছে শুধুই জ্ঞানের সাগর বাবার কাছে । উনি যখন আসেন তখনই এই জ্ঞান প্রদান করেন । তাঁর আগে এই জ্ঞান কেউ -ই দিতে পারে না । ভক্তি তো সব ভক্তই করে থাকে কিন্তু জ্ঞান একজন বাবাই দিয়ে থাকেন । জ্ঞানের জন্য কোনও স্থায়ী পুস্তক তৈরি হয় না । জ্ঞান তো কান দ্বারাই শুনতে হয় । যে সব বই ইত্যাদি তোমরা রাখো সবই অস্থায়ী । এ সবই শেষ হয়ে যাবে । তোমরা নোটস-এ ও লিখে থাকো এ সবই শেষ হয়ে যাবে । এসব লেখো শুধুমাত্র নিজের পুরুষার্থের জন্য । বাবা বলেন টপিক্স (পয়েন্টস) এর লিস্ট তৈরি করলে স্মরণে আসবে কিন্তু এটা তো জানো যে এই পুস্তক ইত্যাদি কিছুই থাকবে না । তোমাদের বুদ্ধিতে শুধুমাত্র স্মরণ চলবে । আত্মা সম্পূর্ণরূপে বাবার মতো পরিপূর্ণ হয়ে যাবে (গুণ ও শক্তিতে)। আর যা কিছু পুরনো জিনিস - এই চোখ দিয়ে দেখছো সব শেষ হয়ে যাবে । শেষে গিয়ে কিছুই থাকবে না ।

বাবা হলেন অবিনাশী সার্জন, আত্মাও অবিনাশী । এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর ধারণ করে । আত্মা যে শরীরই গ্রহণ করুক না কেন ছিঃ ছিঃ শরীরই প্রাপ্ত হবে (পতিত,বিকারগ্রস্ত) । এখন তোমরা জান আমরা শ্রেষ্ঠাচারী হচ্ছি । বাবা-ই করে তোলেন । সাধু-সন্ত ইত্যাদিরা কখনোই শ্রেষ্ঠাচারী করে তুলতে পারে না । বাবাই তোমাদের শ্রেষ্ঠাচারী করে তোলেন । বাবা বলেন - মিষ্টি বাচ্চারা, আমি তোমাদের চোখের ওপরে বসিয়ে নিয়ে যাবো । আত্মাও এখানে এসে নয়নে বসে । বাবা বলেন, হে আত্মারা - তোমাদের সবাইকে আমি প্রসন্ন করে নিয়ে যাব । অল্প সময় বাকী আছে । এখন পুরুষার্থ করো । নিজের অন্তর্মনকে জিজ্ঞাসা করো - আমি মিষ্টি বাবাকে কতটুকু স্মরণ করি? হীর আর রঞ্ঝার (পাঞ্জাবের এক ট্র্যাজিক রোমান্স আখ্যান) মধ্যে বিকারের ভালোবাসা ছিল না । ছিল পবিত্র ভালোবাসা । একে অপরকে স্মরণ করতো আর সামনে এসে হাজির হতো, দুজনে দুজনের সাথে মিলিত হতো । বাবা বলেন তোমরাও এমন হয়ে ওঠো । ওরা হলো এক জন্মের প্রেমিক প্রেমিকা, তোমরা হলে জন্ম-জন্মান্তরের জন্য । এ'সব কথা হলো এই সময়ের জন্যই । আশিক-মাশুক এই শব্দ স্বর্গে নেই । ওরা পবিত্র থাকে, মন্সা দ্বারাই মনে করে । সামনে দেখে খুশি হয়ে ওঠে । বাচ্চারা তোমাদের এই সময় দেখার মতো কিছুই নেই । এই সময় তোমরা শুধু নিজেকে আত্মা মনে করো আর প্রিয়তম বাবাকে স্মরণ করো । আত্মা মনে করে বাবাকে অত্যন্ত খুশির সাথে স্মরণ করতে হবে । বাবা বুঝিয়েছেন ভক্তি মার্গে তোমরা এমনই আশিক ছিলে যে মাশুকের প্রতি সমর্পিত হয়ে যেতে। বলতে তুমি এলেই তোমার প্রতি সমর্পিত হবো । এখন মাশুক এসেছেন, সবাইকে সুন্দর করে তুলতে । যে যেমন তেমনই তৈরি করার চেষ্টা করে । তোমরা সুন্দর হলে শরীরও সুন্দর পাবে । আত্মাতেই খাদ পড়ে । এখন তোমরা আমাকে স্মরণ করলে আত্মা থেকে খাদ বেড়িয়ে যাবে । এইজন্য তোমরা বাচ্চারা আসো । পাদ্রিরা যখন হেঁটে যায় সম্পূর্ণ সাইলেন্সে থাকে । হাতে মালা কাউকে দেখায় না । ধীরে ধীরে চলতে থাকে । ওরা খ্রাইস্টকে স্মরণ করে । বাবাকে তো জানে না । আমার জন্য বলে দেয় নাম-রূপ হীন । বিন্দুকে কিভাবে দেখবে! কিভাবে স্মরণ করবে কেউ জানেনা । তোমরা এখন জেনেছ তাই এখানে আসছ। মধুবনের মহিমা আছে । এ হলো সত্য-সত্য মধুবন, যেখানে তোমরা

আসো। যতটা সম্ভব একান্তে বসে স্মরণ কর। কাউকে দেখ না। উপরে তো ছাদ আছে, বাবাকে স্মরণ করতে ভোরবেলায় ছাদে চলে যাও। খুব ভালো লাগবে। চেষ্টা করো রাতে ১টা ২ টার সময় উঠে যাওয়ার। তোমরা নিদ্রাকে জয় করতে প্রসিদ্ধ। রাতে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ো, তারপর ১টায় বা ২টোয় উঠে ছাদে গিয়ে একান্তে বসে স্মরণের যাত্রা করতে থাকো। অনেক জমা করতে হবে। বাবাকে স্মরণ করতে, বাবার মহিমা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ো। নিজেদের মধ্যেও এ নিয়ে মতামত না। বাবা কত মিষ্টি, ওঁনার স্মরণেই পাপ বিনষ্ট হবে। অনেক সঞ্চয় করতে পারো। সুযোগও এখানে ভালো পাওয়া যায়। ঘরে তোমরা করতে পারবে না। সময়ই পাওয়া যায় না। দুনিয়ার ভাইব্রেশন আর পরিবেশ অত্যন্ত খারাপ। ওখানে এতো স্মরণের যাত্রা হবে না। এখন এর মধ্যে বিশেষ আর কি লেখার আছে। প্রেমিক-প্রেমিকারা কি কিছু লেখে ! অন্তর্মনে দেখো আমি কাউকে দুঃখ দিইনি তো! কতজনকে স্মরণ করিয়েছি? এখানে আমরা আসি সঞ্চয় করতে সুতরাং এটাই চেষ্টা করো। উপরে ছাদে গিয়ে একান্তে বসো। খাজানা জমা করো। এই সময় হলো জমা করার। ৫-৭ দিনের জন্য আসো তোমরা। মুরলী শুনে একান্তে গিয়ে বসো। এখানে তো ঘরেই বসে আছো, বাবাকে স্মরণ করলে তোমাদের কিছু না কিছু জমা হয়ে যাবে। অনেক মাতা-রা বন্ধনে জড়িয়ে আছে। স্মরণ করে বলে - শিব বাবা এই বন্ধন থেকে মুক্ত করো। বিকার পরিপূর্ণ করতে কত অত্যাচার করে। খেলায় দেখানো হয়েছে না - দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ করেছে। তোমরা সবাই দ্রৌপদী, তাইনা! সুতরাং বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। বাবা অনেক যুক্তি বলে দেন। এর মধ্যে স্নান ইত্যাদির কোনও ব্যপার নেই। তবে হ্যা, ল্যাট্রিনে গেলে স্নান করা জরুরী। মানুষ তো স্নান করার সময়ও কোনও দেবতা বা ভগবানকে স্মরণ করে। প্রধান কথাই হলো স্মরণ। জ্ঞান তো অনেক প্রাপ্ত হয়েছে। ৮৪ চক্রের জ্ঞান। নিজের অন্তর্মনে বসে দেখো, নিজেকে জিজ্ঞাসা করো - এমন মিষ্টি বাবা যিনি আমাদের স্বর্গের মালিক করে তোলেন তাঁকে সারাদিনে কতটা স্মরণ করেছি? মন ছুটে বেড়ায়নি তো ! কোথায় ছুটবে, দুনিয়া তো নেই-ই। এ সবই শেষ হয়ে যাবে। আমি আর বাবাই থাকবো। এমন সব কথা নিজের মনকে বললে খুব মজা লাগবে। এখানে সে-ই আসে, যে অনেক পুরানো ভক্ত, যে আসেনা সে বুঝে নাও এখনকার ভক্ত। সে দেরিতে আসবে। শুরু থেকেই ভক্তি করছে যারা তারা অবশ্যই বাবার কাছ থেকে অবিনাশী উত্তরাধিকার নিতে আসবে। এ হলো গুপ্ত পরিশ্রম। যে ধারণা করতে সক্ষম নয় তার দ্বারা কোনও পরিশ্রম হয় না। এখানে তোমরা আসো রিফ্রেশ হতে। নিজেই পরিশ্রম করো (স্মরণের যাত্রায় থাকা)। এক সপ্তাহেই এত সঞ্চয় করতে পারো যে, যা ১২ মাসেও হবে না। এখানে ৭ দিনে সম্পূর্ণ পরিশ্রমের ফসল প্রাপ্ত করতে পারো। বাবা রায় দিয়ে থাকেন। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) একান্তে বসে বাবার স্মরণে উপার্জন জমা করতে হবে। নিজের অন্তর্মনকে চেক করতে হবে - স্মরণ করার সময় মন ছুটে বেড়ায়নি তো? আমরা কত সময় মিষ্টি বাবাকে স্মরণ করি?

২) সবসময় এই খুশিতে থাকতে হবে যে আমাকে বাবা রাবণের শিকল থেকে মুক্ত করেছেন। এখন আমি এমন দুনিয়াতে যেতে চলেছি যেখানে না আছে গরম না আছে ঠান্ডা। সেখানে চির বসন্ত ঋতু বিরাজ করে।

বরদানঃ- 'আমার'-কে 'তোমার'- এ পরিবর্তন করে নিশ্চিন্ত বাদশাহ হয়ে খুশীর খাজানাতে ভরপুর ভব

যে বাচ্চারা 'সবকিছু তোমার' - করে দিয়েছে তারাই নিশ্চিন্ত থাকে। আমার কিছু নেই, সবকিছু তোমার... যখন এইরকম পরিবর্তন করবে তখন নিশ্চিন্ত হয়ে যাবে। জীবনে প্রত্যেকেই নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে চায়, যেখানে চিন্তা থাকে না সেখানে সদা খুশী থাকে। তো 'তোমার' বললে, নিশ্চিন্ত থাকলে খুশীর খাজানাতে ভরপুর হয়ে যাবে। তোমাদের কাছে অর্থাৎ নিশ্চিন্ত বাদশাহ-দের কাছে অগণিত, অক্ষয়, অবিনাশী খাজানা আছে যেগুলি সত্যযুগেও থাকবে না।

স্লোগানঃ- খাজানাগুলিকে সেবাতে লাগানো অর্থাৎ জমার খাতা বৃদ্ধি করা।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light

Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;